দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JAN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

রাহুগ্রস্ত শিক্ষা ও দায়বদ্ধ শিক্ষক

শাহ্‌জাহান মাহ্‌মুদ

এক.

শিক্ষা একটি মৌলিক মানবিক অধিকার। সুগঠিত শিক্ষা পরিমিত জ্ঞান, সুউচ্চ মূল্যবোধ ও স্বয়ংক্রিয় জীবিকার অবলম্বন। বিজ্ঞান-মনস্ক নৈতিক শিক্ষা সৎ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান মানুষ গড়ার সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার। গতিশীল উন্নয়ন ও উৎপাদনে এবং জনসংখ্যাকে শক্তি ও সম্পদে রূপান্তরে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। স্বাস্থ্য সার্বিক সুখ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা ও সুস্থ দেহ-মন সকল সৃজন-অনুশীলন, উদ্যম-প্রেরণা ও কর্মচাঞ্চল্যের প্রাণ-শক্তি। কর্মমুখর, কুশলী জাতি মাত্রেই শিক্ষা সম্পদে প্রাগ্রসর উন্নত-সমৃদ্ধ জাতি। দরিদ্র-বিশ্ব ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা, অথর্ব অর্থ-ব্যবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয়ের আবর্তে বন্দী। বিশেষত বাংলাদেশের মত হতদরিদ্র, পোড়া-কপাল দেশে শিক্ষার যেমনি দৈন্যদশা, নৈতিক চরিত্রের যেমনি অধোগতি, জাতির চেহারা তেমনি হতশ্রী ও পাণ্ডুর। দেশে প্রচলিত শিক্ষার সাথে যুগোপযোগিতার, শিক্ষিতের সাথে নৈতিকতার, অতীত বিষয়ের সাথে গৃহীত উপজীবিকার, কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য সাযুজ্য বা সম্মিলন নেই। বিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক 'পুঁথি-পাঠ' থেকে কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রী কি শিখছে? কেন অকার্যকর সনদপত্র ও মারণাস্ত্র ছাত্র-তরুণদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে 'সন্ত্রাসী-প্রজন্ম' ও 'নিষ্কর্মা বেকার' তৈরী করা হচ্ছে? উৎকট রোগ-বালাই, ভেজাল ভোজ্য, ডাক্তার-কবিরাজ, ওষুধ কোম্পানী ও প্যাথলজি-বিপণীসমূহের অমানুষিক টানা-হেঁচড়া ও অর্থ লালসার যুপকাষ্ঠে রোগক্লিষ্ট মানুষের পকেট ও পরমায়ু কি তীব্র নৃশংসভাবে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে- সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু 'সবার জন্য শিক্ষা' বা 'স্বাস্থ্য' ইত্যাকার মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য পরিপূর্ণ বিকশিত জীবন, ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ও কর্মমুখর জাতি গঠনে নীতিকে ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। অকেজো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অগ্রাধিকারের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত জাতির সীমিত সম্পদ অপচয় করা হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রায় সাড়ে চার দশক এবং জাতীয় স্বাধীনতার একুশ বছর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।* কিন্তু শিক্ষা এখনো ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্য-নিষ্ঠ ও কর্ম-কুশলতার দিশারী হতে পারছে না। 'শরীফ শিক্ষা কমিশন,' 'হামদুদুর রহমান কমিশন', 'নুর খান শিক্ষা কমিশন' থেকে শুরু করে 'ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন' ও 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' অবধি প্রায় ডজন খানেক রিপোর্ট ও কমিশন উতরে গেল। কিন্তু একটি কার্যকর বিজ্ঞান-মনস্ক শিক্ষা জাতিকে উপহার দেয়া এতদিনেও সম্ভব হয়ে উঠেনি। একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ও গতায়ু শতাব্দীর পশ্চাদপদতাকে আঁকড়ে ধরে ঔপনিবেশিক শিক্ষার যুগে ঘুরপাক খাচ্ছি। শুধু পর নির্ভর হচ্ছি ও পিছিয়ে পড়ছি। কি ধরনের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, কেমনতরো জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে, সে সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা আমাদের নেই। ফলে কার্যকর মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আর্থ-সমাজ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না এবং পরিকল্পিত শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্ভাবনা ক্রমশঃ দুরাশায় পরিণত হচ্ছে।

সরকারী পরিসংখ্যানে দেশে শিক্ষিতের হার প্রায় ২৫ শতাংশ বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মামুলী সাক্ষরদান জ্ঞান-সম্পন্ন শিক্ষিতদের বাদ দিলে শিক্ষিতের হার ১০ শতাংশ এবং সুশিক্ষিতের হার ১ শতাংশ কিনা সন্দেহ। আজ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর 'হাতুড়ে-মুৎসুদ্দীপনা'র কারণে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও কর্ম-বিমুখতা। সনাতনী শিক্ষিতের খাতায় নাম ঠুকেই আমরা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, চোরাকারবার ও কর্মবিমুখতায় যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি এবং দেশকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও ভিন্নদেশী পণ্য নির্ভর করে তুলছি, তাতে জাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন না হয়ে পারে না। অথচ সরকার সেদিকে দৃকপাত না করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সাংবাৎসরিক প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ছাড়াও তিন হাজার কোটি টাকার স্বাস্থ্য-কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বর্ধিত ব্যয়-বরাদ্দ, অধিক হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ, কিংবা হাসপাতাল স্থাপন যে জনস্বার্থের সমার্থক বা অভিপ্রেত নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের গুণগত উৎকর্ষতা ও পরিকল্পিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তোলা যে অপরিহার্য, সে ভাবনা সরকারের ধাতে আছে বলে মনে হয় না।

দুই

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা-প্রশাসন ত্রান শিক্ষাব্রতের নানা সংবেদনশীল অংশ। এর যে কোনটি রুগ্ন বা পীড়িত হলে অন্যগুলিও সংক্রামিত হয়। বিশেষত ছাত্রদের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে কিংবা শিক্ষার প্রয়োগিক কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেলে, শিক্ষক ও প্রশাসনের মর্যাদা রক্ষা পায় না। আজ সমাজিক জিজ্ঞাসা হিসেবে আলোচিত হচ্ছে যে শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, সে শিক্ষা কেন সন্ত্রাস, দুর্নীতি, বেকারত্বের রাহুগ্রস্ত? শিক্ষকদের অনেকের কাছেই শিক্ষকতা কেন আর মানুষ গড়ার মহান ব্রত নয়? শিক্ষা কেন আজ বাণিজ্যিক পণ্য? শিক্ষকতা কেন হয়েছে নিছক অর্থ-স্বার্থের তেজারতি? শিক্ষাঙ্গনগুলি কেন হয়েছে সন্ত্রাসীদের কুরুক্ষেত্র? ছাত্র-তরুণদের কারা বানিয়েছে সহিংস রাজনীতির বরকন্দাজ? কারা শিক্ষাঙ্গনে অর্থ, অস্ত্র, প্রশ্রয় ও প্ররোচনাযুগিয়ে সন্ত্রাসী ও বেকার প্রজন্ম সৃজন করছে?

শিক্ষক, রাজনীতিক ও প্রশাসনকে আজ হোক, কাল হোক এ সকল অভিযোগের সমুচিত কৈফিয়ত দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনের অবাধ অধিকার করায়ত্ত করে নোংরা দলাদলি, হীনস্বার্থ-সিদ্ধি ও প্রজেক্টবাজি কেন প্রশাসনিক খাস-কামরা থেকে শ্রেণী-কক্ষ অবধি ঠেলে নামানো হয়েছে? কাদের সানুগ্রহ আশ্রয়, প্রশ্রয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী চক্রের অবাধ বিচরণ সম্ভব হচ্ছে? কেন বেড়ে উঠে লাগাতার সেশন-জট? কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দৈনিক কত কর্মঘন্টা শ্রেণী কক্ষে পাঠদানে ব্যয় করেন? দেশের ৬২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষকতা-মান কতটা সমৃদ্ধ, এসব বিষয়ে এখন জনগণ অবহিত থাকতে চায়। আজ নতুন করে প্রশ্ন ওঠেছে যে, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, কারিগরি ও বৃত্তি-মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি সব 'হাতুড়ে-করণিক' মার্কা সবক শিখানো হচ্ছে যে, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষিবিদসহ সবাইকে সরকারী চাকরির মুখাপেক্ষী হয়ে অবমাননাকর প্রহর গুণতে হয়? শিক্ষা কেন স্বনিয়োজিত পেশা ও স্বয়ংক্রিয় জীবিকার হাতিয়ার হতে পারছে না? কিংবা দেশের পৌনে ছয় হাজার মাদ্রাসায় বিষয়জ্ঞান বিবর্জিত 'ঝাড়ফুক' মার্কা সবক শিখিয়ে কেন লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে সমাজের দয়া-দাক্ষিণ্য নির্ভর পরজীবিতে পরিণত করা হচ্ছে?

শিশু-কিশোরদের স্কুল পালানোকে হার মানিয়ে আজ আড়াই লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকদের স্কুলে গরহাজির থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। নিম্নমানের শিক্ষাদান ও দিবা-নিদ্রার অভিযোগের বিষয়টা না হয় অমীমাংসিতই থাকল। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনে মান কমিশনের কদর, বোর্ড ও বহির্ভূত পুস্তকাদিতে বিষয় মুদ্রণ প্রমাদ, সরবরাহ বিপত্তি, বি- গার্টেন স্কুলে বোর্ড অনুমো- পুস্তকের বদলে বিদেশ থে- আমদানী করা পুস্তকাদি ও অংকের ছাত্র বেতন ইত্যাদি ব্যবস্থার নৈরাশ্যকর চালচিত্র। বিষয়গুলি শিক্ষক ও প্রশাস- পুনর্মূল্যায়ন একান্ত অপরিহার্য।